আলমডাঙ্গায় চারজন মামলার আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে চারজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) আমিনুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় রাত্রীকালীন কিলো-০৪ ডিউটি করার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা পৌরসভার ক্যানেলপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় মনিরুল ইসলাম মনির বেকারির সামনে প্রকাশ্যে নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে সাধারণের শান্তি বিনষ্ট ও বিরক্তিকর আচরণ করার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আলমডাঙ্গা ক্যানেলপাড়ার মৃত সাঈদ মোল্লার ছেলে মো. আল আমিন (২৯) এবং একই এলাকার মৃত সুবোল বিশ্বাসের ছেলে সঞ্জয় কুমার (৩৩)। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া পূর্বের একটি মামলার আসামি আলমডাঙ্গা রাধিকাগঞ্জ এলাকার মৃত আব্দুল্লাহর ছেলে মো. লিয়ন (২৫) এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি আলমডাঙ্গা উপজেলার শ্রীরামপুর মাঠপাড়া গ্রামের খোকার ছেলে মিলনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত চারজনকেই বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ওয়ারেন্টভুক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত চার আসামিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। গ্রেফতারের পর আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত চার আসামিকে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আলমডাঙ্গা মাদ্রাসাপাড়া এলাকার মো. হায়দার আলীর ছেলে বিল্লাল হোসেন (৪০), গড়গড়ি গ্রামের মৃত ফকের আলী সর্দারের ছেলে রেজাউল করিম (৩৮), একই গ্রামের রেজাউল করিমের স্ত্রী হাজেরা খাতুন (৪০) এবং কেদারনগর গ্রামের আব্দুল কাদেরের স্ত্রী কাজলী বেগম (৫৫)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলায় আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল। অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় এবং প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে চুয়াডাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিতভাবে গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। পলাতক আসামিদের আইনের আওতায় আনতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় চায়ের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, প্রায় লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতির দাবি

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ঈদগাহ বাজারে একটি চায়ের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দোকানের বিভিন্ন মালামাল, আসবাবপত্র ও ব্যবসায়িক সরঞ্জাম পুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল শনিবার ভোর আনুমানিক ৬টার দিকে ভাংবাড়ীয়া ঈদগাহ বাজারে অবস্থিত বাবুলের চায়ের দোকানে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরে হঠাৎ দোকান থেকে ধোঁয়া ও

আগুনের শিখা বের হতে দেখে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। তবে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় দোকানে থাকা চা-নাস্তার সরঞ্জাম, ফ্রিজ, টেবিল-চেয়ার, নগদ অর্থসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক মালামাল পুড়ে যায়।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

স্থানীয়দের দাবি, এ ঘটনায় আনুমানিক এক লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আকস্মিক এ অগ্নিকাণ্ডে দোকান মালিক বাবুল চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

ঘটনার পর বাজারের ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে বাজার এলাকার বৈদ্যুতিক সংযোগ নিয়মিত পরীক্ষা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদার এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জাম নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী।

আলমডাঙ্গায় মাঠে সার দিতে গিয়ে কৃষক নিখোঁজ, ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গায় মাঠে সার দিতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া কৃষক একদিন পর ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। হাসেম আলী (৫৫) নামের এই কৃষকের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকালে আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের উসমানপুর বিশ্বাসপাড়ার কাটাখালী মাঠ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত হাসেম আলী উসমানপুর বিশ্বাসপাড়ার মৃত রস্তম মণ্ডলের ছেলে।

পরিবারের সদস্যরা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি

কৃষিজমিতে সার দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। রাত পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন।পরদিন সকালে স্থানীয়রা কাটাখালী মাঠে তার ক্ষতবিক্ষত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানায়, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটন করতে তদন্ত চলছে।ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন এবং তদন্তের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গার পাঁচলিয়ায় জনতার হাতে চোর আটক

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের পাঁচলিয়া গ্রামে জনতার হাতে এক চোর আটক হয়েছে। পরে তাকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের মৃত আরজ আলীর ছেলে জামাল হোসেন নাড়ারচারা মাঠে তার কৃষিজমিতে সৌরবিদ্যুৎচালিত দুটি গাজী ব্র্যান্ডের পানির পাম্প স্থাপন করেন। পাম্প দুটির আনুমানিক মূল্য ৬৫ হাজার টাকা। এছাড়া সৌরবিদ্যুৎ সংযোগে ব্যবহৃত পাঁচটি কয়েল তারের মূল্য প্রায় ৯০ হাজার টাকা।

গত ১৯ জুলাই দিবাগত রাতে পাম্প দুটি ও পাঁচটি কয়েল তার চুরি হয়ে যায়।

গত মঙ্গলবার সকাল ৭টার দিকে খবর পেয়ে জামাল হোসেন পাঁচলিয়া গ্রামে যান। সেখানে আলমডাঙ্গা থানাধীন টেকপাড়া-পাঁচলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে জনতার হাতে আটক এক ব্যক্তিকে তিনি চোর হিসেবে শনাক্ত করেন।

পরে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে আটক ব্যক্তি তার সহযোগীদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেন।

আটক ব্যক্তি চুয়াডাঙ্গার দর্শনা উপজেলার শান্তিপাড়ার আক্কাস আলীর ছেলে ইউনুচ আলী। তিনি জিজ্ঞাসাবাদে গত ১৯ জুলাই রাত আনুমানিক ৩টার দিকে জামাল হোসেনের দুটি পানির পাম্প ও পাঁচটি কয়েল তার চুরি করার কথা স্বীকার করেছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনায় আটক আসামিসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার বেলগাছীতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছীতে বিনামূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা ও নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতি।

বুধবার সকাল ১০টায় বেলগাছী পুরাতন বাজারে মায়ের দোয়া ফার্মেসির তত্ত্বাবধানে আয়োজিত দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডা. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন।

ক্যাম্পে শতাধিক মানুষের বিনামূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়। একই সঙ্গে রোগীদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপরামর্শ প্রদান করা হয় এবং আগ্রহীদের আলমডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতির সদস্য হিসেবে নিবন্ধন করা হয়।

এ সময় স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী মো. জীবন আহমেদ, সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, ডায়াবেটিস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ দ্রুত শনাক্তকরণ এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে মানুষকে উৎসাহিত করতেই এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সম্ভব হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উভয় পক্ষকেই শান্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

প্রকাশ্য দিবালোকে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষের প্রস্তুতিতে মাঠে জড়ো হওয়ার ঘটনাকে সাধারণ মানুষ উদ্বেগের চোখে দেখছেন। স্থানীয় সচেতন মহল দ্রুত অস্ত্র উদ্ধার, জড়িতদের আইনের আওতায় আনা এবং এলাকায় স্থায়ীভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সম্মাননা পদক পেল আলমডাঙ্গার মেয়ে জারিন সুবাহ নীতি

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার মেয়ে জারিন সুবাহ নীতি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় দেশসেরা হয়ে সম্মাননা পদক অর্জন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার হাতে এ পদক তুলে দেন।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টায় ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে তিনি এ সম্মাননা গ্রহণ করেন।

জানা গেছে, জারিন সুবাহ নীতি আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা গ্রামের নাজমুল আলম ও জেসমিন সুলতানার কন্যা। বর্তমানে তিনি সাতক্ষীরা মডেল জুবিলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী। প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬ এর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে তিনি দেশসেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন এবং এলাকার সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

নীতির এ সাফল্যে এলাকায় আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। নীতির বাবা

নাজমুল আলম বলেন, “এই সাফল্য নীতির বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আমার এলাকার মানুষের আশীর্বাদের ফসল। সবাই আমার মেয়ে নীতির জন্য দোয়া করবেন, যেন সে ভবিষ্যতে দেশের মানুষের সেবা করতে পারে।”

আলমডাঙ্গা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুর্দান্ত সাফল্য

ঢাকার চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা-২০২৬ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

উল্লেখ্য, দেশের ৬৪টি জেলা থেকে ৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ অনুষ্ঠানে স্টল প্রদর্শনের সুযোগ পায়। খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে আলমডাঙ্গা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ স্টল প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করে।

স্টলে সার্বিক নির্দেশনায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। এছাড়াও বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় শ্রেণির আকিক ইসলাম, তৃতীয় শ্রেণির আমিরা খাতুন, চতুর্থ শ্রেণির তাশজিদ এবং সামিন ইয়াসার উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক উম্মে জোবায়দা।

এ সময় সহযোগিতায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার চার উপজেলার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, ক্লাস্টারভুক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারেজ উদ্দিন।

স্টল পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী চারজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে করমর্দন (হ্যান্ডশেক) করেন, তাদের কুশল বিনিময় করেন এবং লেখাপড়ার

খোঁজখবর নেন।

পরিশেষে আলমডাঙ্গা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারেজ উদ্দিনের কাছে খোঁজখবর নেন। এ সময় প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনীয় বিষয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন।

আলমডাঙ্গায় জমি বিরোধে হামলায় প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ নিহত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর তামালতলা গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় পলান (৮০) নামের এক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত পলান একই গ্রামের মৃত ছয়রদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে পলানের পরিবারের সঙ্গে ইদবার মুহুরির পরিবারের বিরোধ চলছিল। ওই বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে প্রতিপক্ষের হামলায় পলান গুরুতর আহত হন।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে পলানের পরিবারের সঙ্গে ইদবার মুহুরির পরিবারের বিরোধ চলছিল। ওই বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে প্রতিপক্ষের হামলায় পলান গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,

পলান একজন অসহায় ও সবার কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার মৃত্যুর ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে শোক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে এবং জড়িতদের আটকে অভিযানে নেমেছে পুলিশ।